أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/হ)

www.motaher21.net

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র।

Your wives are your cultivating fields.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২২৩

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের কৃষিক্ষেত। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের কৃষিক্ষেতে যাও। তবে নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তা করো। এবং আল্লাহর অসন্তোষ থেকে দূরে থাকো। একদিন তোমাদের অবশ্যি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে হবে, একথা ভালোভাবেই জেনে রাখো। আর হে নবী! যারা তোমার বিধান মেনে নেয় তাদেরকে সাফল্য ও সৌভাগ্যের সুখবর শুনিয়ে দাও।

২২৩ নং আয়াতের তাফসীর:

(نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ)

শানে নুযূল:

জাবের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইয়াহূদীরা বলত- যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে পিছন দিক থেকে সহবাস করে তাহলে সন্তান টেরা হবে। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (সহীহ বুখারী হা: ৪৫২৮, সহীহ মুসলিম হা: ১৪৩৫)

অন্য বর্ণনায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: একদা উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, কিসে তোমাকে ধ্বংস করল? তিনি বলেন, রাতে আমি আমার সোয়ারী উল্টা করেছি অর্থাৎ পিছন দিক থেকে সহবাস করেছি। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তিরমিযী হা: ২৯৮০, হাসান)

(اَنّٰى شِئْتُمْ) ‘যেভাবে ইচ্ছা’ অর্থাৎ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে স্ত্রীদের সাথে দৈহিক মিলন কর। কোন বিধি-নিষেধ নেই তবে শর্ত হল পথ একটাই হবে আর তা হল যোনিপথ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ .وفي رواية :إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ

সামনের দিক থেকে সহবাস কর বা পিছন দিক থেকে সহবাস কর তবে যোনিপথে হতে হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন স্থান হবে একটিই। (তাফসীর ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর, ইমাম হাকেম সহীহ বলেছেন ২/১৯৫)

এছাড়াও অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে যেখানে স্ত্রীর পিছনদ্বার ব্যবহার করা হারাম করা হয়েছে।

অর্থাৎ আল্লাহ সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম নারীকে পুরুষের বিচরণক্ষেত্র হিসেবে তৈরী করেনি এবং তাদের উভয়ের মধ্যে জমি ও কৃষকের মতো একটা সম্পর্ক রয়েছে। জমিতে কৃষক নিছক বিচরণ ও ভ্রমণ করতে যায় না। জমি থেকে ফসল উৎপাদন করার জন্যই সে সেখানে যায়। মানব বংশধারার কৃষককেও মানবতার এই জমিতে সন্তান উৎপাদন ও বংশধারাকে সুমন্নত রাখার লক্ষ্যেই যেতে হবে। মানুষ এই জমিতে কিভাবে ফসল উৎপাদন করবে সে সম্বন্ধে আল্লাহর শরীয়াতের কোন বক্তব্য নেই। তবে তার দাবী কেবল এতটুকুন যে, তাকে জমিতেই যেতে হবে এবং সেখান থেকে ফসল উৎপাদন করার লক্ষ্যেই যেতে হবে।

এখানে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর দু' টি অর্থ হয়। দু' টিরই গুরুত্ব সমান। এর একটি অর্থ হচ্ছে, তোমাদের বংশধারা রক্ষা করার চেষ্টা করো। তোমাদের দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগেই যেন তোমাদের স্থান গ্রহণকারী তৈরী হয়ে যায়। দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যে পরবর্তী বংশধরকে তোমরা নিজেদের স্থলাভিষিক্ত করে যাচ্ছো, তাকে দ্বীন, ঈমান, চরিত্র, নৈতিকতা ও মানবিক গুনাবলীতে ভূষিত করার চেষ্টা করো। পরবর্তী বাক্যে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, এই দু' টি দায়িত্ব পালনে তোমরা যদি স্বেচ্ছায় গাফলতি বা ত্রুটি করো তাহলে আল্লাহর কাছে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

স্ত্রীদের মলদ্বার ব্যবহার করা নিষেধ

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছেঃ ﴿مِنْحَيْثُأَمَرَكُمُاللهُ ...﴾ 'তোমরা ঐ জায়গা দিয়ে এসো, মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে যার নির্দেশ দিচ্ছেন।' এর ভাবার্থ হচ্ছে সম্মুখের স্থান। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) , মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ অনেক মুফাস্সিরও এই অর্থই বর্ণনা করেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে শিশুদের জন্মগ্রহণের জায়গা। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ২/৬৮৪) এ ছাড়া অন্য স্থান অর্থাৎ পায়খানার রাস্তায় সঙ্গম করা নিষেধ। এ রকম কাজ যারা করে তারা সীমা অতিক্রমকারী। সাহাবী (রাঃ) এবং তাবি 'ঈন (রহঃ) হতে এর ভাবার্থ বর্ণিত হচ্ছেঃ 'হায়িয অবস্থায় যে স্থান হতে তোমাদেরকে বিরত রাখা হয়েছিলো এখন ঐ স্থান তোমাদের জন্য হালাল হয়ে গেলো। এর দ্বারা পরিস্কারভাবে বুঝা গেলো যে, বায়ু পথে অর্থাৎ পায়খানার জায়গায় সহবাস করা হারাম। এর বিস্তারিত বর্ণনাও ইনশা' আল্লাহ্ আসছে। পবিত্রতার অবস্থায় এসো যখন সে হায়িয হতে বেরিয়ে আসে এ অর্থও নেয়া হয়েছে। এজন্যই এর পরবর্তী বাক্য পাপ কার্য হতে প্রত্যাবর্তনকারী ও হায়েযের অবস্থায় স্ত্রী সহবাস হতে দূরে অবস্থানকারীকে আল্লাহ্ তা 'আলা ভালোবাসেন। অনুরূপভাবে প্রস্রাবের স্থান ছাড়া অন্য স্থান হতে যারা বিরত থাকে মহান আল্লাহ্ তাদেরকেও ভালোবাসেন।

'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত্র বিশেষ' এর অর্থ

এরপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ نِسَاؤُكُمْحَرْثٌلَّكُمْ 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত্র বিশেষ।' অর্থাৎ সন্তান বের হওয়ার স্থানে তোমরা যেভাবেই চাও তোমাদের ক্ষেত্রে এসো। নিয়ম ও পদ্ধতি পৃথক হলেও স্থান একই। অর্থাৎ সম্মুখ দিক দিয়ে অথবা পিছন দিক দিয়ে। সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ 'ইয়াহূদীরা বলতো যে, স্ত্রীর সাথে সম্মুখ দিক দিয়ে সহবাস না করলে, স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তাহলে টেরা চক্ষু বিশিষ্ট সন্তান জন্মলাভ করবে। 'তাদের এ কথার খণ্ডনে এই আয়াতংশটি অবতীর্ণ হয়। (সহীহুল বুখারী-৯/৩৭/৪৫২৮, ফাতহুল বারী - ৪/৩৯৭, সহীহ মুসলিম-২১১৭//১০৫৮, সুনান আবূ দাঊদ-২/২৪৯/২১৬৩) এতে বলা হয় যে, স্বামীর এ ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে। 'ইবনু আবী হাতিম গ্রন্থে রয়েছে যে, ইয়াহূদীরা এই কথাটিই মুসলিমদেরকেও বলেছিলো। ইবনু জুরাইজ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, সম্মুখের দিক দিয়ে আসতে পারে এবং পিছনের দিক দিয়েও আসতে পারে। কিন্তু স্থান একটিই হবে। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ২/৬৯৩) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, আনসারগণের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে জিজ্ঞেস করলোঃ 'আমরা আমাদের স্ত্রীদের নিকট কিরূপে আসবো এবং কিরূপে ছাড়ব?' তিনি উত্তরে বলেনঃ 'তারা তোমাদের ক্ষেত্র বিশেষ, যেভাবেই চাও এসো; তবে তা অবশ্যই জন্মন্দ্রিয় হতে হবে। (মুসনাদ আহমাদ ১/২৬৮) বর্ণিত আছে

যে, ‘আবদুল্লাহ ইবনু সাবিত (রাঃ) ‘আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাকর (রাঃ) -এর কন্যা হাফসার (রাঃ) নিকট এসে বলেন, ‘আমি একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাই, কিন্তু লজ্জাবোধ করছি।’ তিনি বলেন, হে ভ্রাতুস্পুত্র! লজ্জা করো না, যা জিজ্ঞেস করতে চাও জিজ্ঞেস করো।’ তিনি বলেন, আচ্ছা বলুন তো, স্ত্রীদের সাথে পিছনের দিক দিয়ে সহবাস করা বৈধ কি?’ তিনি বলেন, ‘উম্মু সালামাহ (রাঃ) আমাকে বলেছেন যে, আনসারগণ (রাঃ) স্ত্রীদেরকে উল্টা করে শুইয়ে দিতেন এবং ইয়াহূদীরা বলতো যে, এভাবে সহবাস করলে সন্তান টেরা হয়ে থাকে, অতঃপর যখন মুহাজিরগণ মাদীনায় আগমন করেন এবং এখানকার মহিলাদের সাথে তাদের বিয়ে হয়,তখন তারাও এরূপ করতে চাইলে একজন মহিলা তার স্বামীর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত আপনার কথা মানতে পারি না। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর দরবারে এসে উপস্থিত হোন। উম্মু সালামাহ (রাঃ) তাকে বসতে দিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এখনই এসে যাবেন।’ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমন করলে ঐ আনসারী মহিলাটি তো লজ্জায় জিজ্ঞেস করতে না পেরে ফিরে যান। কিন্তু উম্মু সালামাহ (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ‘আনসারী মহিলাটিকে ডেকে পাঠাও।’ তিনি তাকে ডেকে আনলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে

﴿نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ ۠ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ﴾

এই আয়াতটি পাঠ করে শোনান এবং বলেন, ‘স্থান একটিই হবে।’ (হাদীসহাসান। মুসনাদ আহমাদ -৬/৩০৫, জামি ‘তিরমিযী -৫/২০০/২৯৭৯) ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

মুসনাদ আহমাদের মধ্যে রয়েছে যে, একবার ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বলেন, হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! আমি তো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি। তিনি বলেন কিসে তোমাকে ধ্বংস করছে? ‘উমার (রাঃ) বলেন, গতরাতে আমি আমার সোয়ারী উল্টো করেছি। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। সেই সময়েই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তিনি বলেন, তুমি সম্মুখের দিক হতে বা পিছনের দিক হতে এসো, তোমার দু’ টোরই অধিকার রয়েছে। কিন্তু ঋতুর অবস্থায় এসো না। পায়খানার জায়গায় এসো না। (হাদীসটি সহীহ। মুসনাদ আহমাদ -১/২৯৭/২৭০৩, জামি ‘ তিরমিযী -৫/২০০/২৯৮০)

আনসারীর ঘটনা সম্বলিত হাদীসটি কিছু বিস্তারিতভাবেও বর্ণিত হয়েছে। আর তাতে এটাও রয়েছে যে, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) -কে মহান আল্লাহ্‌ ক্ষমা করুন, তিনি কিছু সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়েছেন। কথা এই যে আনসারদের দল প্রথমে মূর্তি পূজক ছিলেন এবং ইয়াহূদীরা আহলে কিতাব ছিলো। মূর্তি পূজকরা কিতাবীদের মর্যাদা ও বিদ্যার কথা স্বীকার করতো। ইয়াহূদীরা একই প্রকারে তাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করতো। আনসারদেরও এই অভ্যাসই ছিলো। পক্ষান্তরে মাক্কাবাসীরা কোন নির্দিষ্ট নিয়মের অনুসারী ছিলো না। তারা যথেচ্ছা সাথে মিলিত হতো। ইসলাম গ্রহণের পর মাক্কাবাসী মুহাজিরগণ (রহঃ) যখন মাদীনায় আগমন করেন তখন মাক্কা থেকে আগত একজন মুহাজির পুরুষ মাদীনায় একজন আনসারিয়াহ মহিলাকে বিয়ে করেন এবং মনমতো পন্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

মহিলাটি অস্বীকার করে বসেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলে দেন, আমি ঐ একই নিয়ম ছাড়া অনুমতি দিবো না। কথা বাড়তে বাড়তে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর এই নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। সুতরাং সামনে বা পিছনে যেভাবে ইচ্ছা সহবাসের অধিকার রয়েছে, তবে স্থান একটিই হবে। (হাদীসটি সহীহ। সুনান আবূ দাউদ-২/২৪৯/২১৬৪, মুসতাদরাক হাকিম-২/১৯৫, ২৭৯, সুনান বায়হাক্বী-৭/১৯৫, ১৯৬, তাফসীর তাবারী -৪/৪০৯/৪৩৩৭) মুজাহিদ (রাঃ) বলেন, আমি ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) -এর নিকট কুর’ আন মাজীদ শিক্ষা করেছি। প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত তাঁকে শুনিয়েছি। এক একটি আয়াতের তাফসীর ও ভাবার্থ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি। এই আয়াতে পৌঁছে যখন আমি তাঁকে এর ভাবার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি তখন তিনি এটাই বর্ণনা করেন যা ওপরে বর্ণিত হয়েছে। কতোগুলো বর্ণনায় রয়েছেঃ ইবনু ‘উমার (রাঃ) কুর’ আন মাজীদ পাঠের সময় কাউকেও কিছু জিজ্ঞেস করতেন না। কিন্তু একদিন পাঠের সময় যখন এই আয়াতে পৌছেন তখন তিনি নাফি ‘ (রহঃ) নামক তার একজন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করেন, এই আয়াতটি কি সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলো তা তুমি জানো কি?তিনি বলেনঃ না, তখন ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটা স্ত্রী লোকদের অন্য জায়গায় সহবাস সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলো। (সহীহুল বুখারী-৮/৩৭/৪৫৬২, ৪৫২৮) অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে ইবনু ‘উমার (রাঃ) বলেন, একজন লোক তার স্ত্রীর পিছন দিক দিয়ে সহবাস করেছিলো। ফলে এই আয়াতটি ঐ কাজের অনুমতি প্রদান হিসেবে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু প্রথমত হাদীস শাস্ত্রবিদগণ এতে কিছুটা ত্রুটি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়ত এর অর্থও এই হতে পারে যে, পিছনের দিকে দিয়ে সম্মুখের স্থানে করেছিলেন এবং ওপরের বর্ণনাগুলোও সনদ হিসেবে সহীহ নয়। বরং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) কা ‘ব ইবনু ‘আলকামাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার নাফি ‘ (রহঃ) -কে আবূ নাদ্র (রহঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ লোকেরা বলা-বলি করছে যে, আপনি নাকি ইবনু ‘উমার (রাঃ) -এর সূত্রে বলেছেন যে, মহিলাদের গুহ্যদ্বারে গমন করা জায়িয রয়েছে? তিনি উত্তরে বলেনঃ তারা আমার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলেছে। তাহলে শোন! তোমাদেরকে আমি একটি ঘটনার বর্ণনা করছি। ইবনু ‘উমার (রাঃ) কুর’ আন পাঠ করছিলেন, এমতাবস্থায় আমি সেখানে উপস্থিত হই, যখন তিনি ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۪ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ﴾ ‘তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ, অতএব তোমরা যখন যেভাবে ইচ্ছা ক্ষেত্রে গমণ করো’ পাঠ করেন তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেনঃ হে নাফি ‘! তুমি কি জানো, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পিছনে কি কারণ ছিলো? আমি বললামঃ না জানি না। তিনি বললেনঃ আমরা মাক্কার কুরাইশরা কখনো কখনো স্ত্রীদের পিছন থেকে সহবাস করতাম। যখন আমরা মাদীনায় হিজরত করি এবং সেখানকার আনসারী মহিলাদেরকে বিয়ে করি তখন তাদের সাথেও পিছন দিক থেকে সহবাস করার ইচ্ছা করি। কিন্তু এটি তারা অপছন্দ করে এবং এটি একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর আনসারী মহিলাগণ ইয়াহূদীদের অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে পার্শ্বদেশ ফিরে শয়ন করে সহবাস কাজ সম্পন্ন করতে থাকে, তখন মহান আল্লাহ্ এ আয়াতটি নাযিল করেন। (হাদীস সহীহ। সুনান নাসাঈ -৫/৩১৫/৮৯৭৮) এ বর্ণনাটি ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে সঠিক এবং এর বিপরীত সনদগুলো সঠিক নয়। এর ভাবার্থ অন্যরূপও হতে পারে। তাছাড়া স্বয়ং ইবনু ‘উমার (রাঃ) থেকেও এর বিপরীত বর্ণনা এসেছে। এটা না বৈধ,না হালাল, বরং এটা একটি হারাম বিষয়। যদিও মাদীনার কোন কোন বিদ্যানগণের প্রতি বৈধতার উক্তির সম্মন্ধ লাগানো হয়েছে। আর কেউ কেউ তো ইমাম মালিক (রহঃ) -এর দিকেই জুড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক এটা অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে, এটা কখনো ইমাম মালিক (রহঃ) -এর কথা নয়। বহু সহীহ হাদীস দ্বারা এ কাজের অবৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। আর সেই বর্ণনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

اسْتَحْيُوا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا يَحِلُّ مَأْتَى النِّسَاءِ فِي حُشُوشِهِنَّ.

‘হে মানবমণ্ডলী! তোমরা লজ্জাবোধ করো। মহান আল্লাহ্ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না।’ স্ত্রীদের গুহ্যদ্বারে সহবাস করা বৈধ নয়।’ (১৭২৮. হাদীসটি সহীহ। সুনান দারাকুতনী-৩/২৮৮, তারগীবওয়াততারহীব-৩/২৯০, আল মাজমা ‘উযযাওয়ায়িদ-৪/২৯৯)

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, খুযায়মাহ্ ইবনু সাবিত আল খাতামী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

.لَا يَسْتَحْيِي اللَّهُ من الحق، لا يستحي اللَّهُ مِنَ الْحَقِّ -ثَلَاثًا -لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ

‘মহান আল্লাহ্ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। মহান আল্লাহ্ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। মহান আল্লাহ্ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। তোমরা স্ত্রীদের গুহ্যদ্বারে সহবাস করো না।’ (হাদীসটি সহীহ। মুসনাদ আহমাদ -৫/২১৩, ২১৪, ২১৫, তাহযীবততাহযীব-৫/২২২, সুনান ইবনু মাজাহ-১/৬১৯/১৯২৪, সুনান নাসাঈ -৫/৩১৬-৩১৮, সুনান দারিমী-১/২৭৭/১১৪৪, ১/১৯৬/২২১৩, সুনান বায়হাক্বী-৭/১৯৬, ১৯৭) আরো একটি বর্ণনায় রয়েছেঃ

.لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ

‘যে ব্যক্তি কোন স্ত্রী বা পুরুষের গুহ্যদ্বারে এ কাজ করে, তার দিকে মহান আল্লাহ্ করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেননা। (১৭৩০. হাদীসটি সহীহ। জামি ‘তিরমিযী -৩/৪৬৯/১১৬৫, সুনান নাসাঈ -৫/৩২০৯০০১, ইবনুহিব্বান-৬/২০২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি হাসান।

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) -কে এক ব্যক্তি এই সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তুমি কি কুফরী করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছো। (হাদীসটি সহীহ। সুনান নাসাঈ কুবরা-৪/৩২১/৯০০৪) এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বলেন انشئتم এর এই অর্থ বুঝেছি এবং এর ওপর ‘আমল করেছি। তখন তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন, তাকে ভৎসনা করেন এবং বলেন, ভাবার্থ এই যে, দাঁড়িয়ে করো অথবা পেটের ভরে শোয়া অবস্থায় করো, কিন্তু জায়গা একটিই হবে। অন্য একটি মারফূ ‘ হাদীসে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর শুহ্যদ্বারে সহবাস করে সে ছোট লুতী অর্থাৎ লুত (আঃ) -এর সম্প্রদায়ভুক্ত। (মুসনাদ আহমাদ -২/১০, ২১০, ১৮২) আবূদ্ দারদা (রাঃ) বলেন যে, এটা কাফিরদের কাজ। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনুল ‘আস (রাঃ) থেকেও এটা নকল করা হয়েছে এবং এটা অধিকতর সঠিক। মহান আল্লাহ্ ভালো জানেন।

‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

،سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَيَقُولُ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ :الْفَاعِلُ، وَالْمَفْعُولُ بِهِ، وَالنَّاكِحُ يَدَهُ، وَنَاكِحُ الْبَهِيمَةِ
.وَنَاكِحُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا، وَجَامِعٌ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَالزَّانِي بِحَلِيلَةِ جَارِهِ

‘সাত প্রকার লোক রয়েছে যাদের দিকে আল্লাহ্ তা ‘আলা কিয়ামতের দিন করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। বরং তিনি তাদেরকে বলে দিবেনঃ জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও। (১) ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী (২) হস্ত মৈথুনকারী (৩) চতুস্পদ জন্তুর সাথে এই কাযকারী (৪) স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাসকারী (৫) স্ত্রী ও তার মেয়েকে বিয়েকারী। (৬) প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারকারী এবং (৭) প্রতিবেশীকে এমন ভাবে শাসন গর্জনকারী যে, শেষ পর্যন্ত সে তাকে অভিশাপ দেয়। (হাদীসটি য ‘ঈফ। ইরওয়াউল গালীল-৮/৫৯) কিন্তু এর সনদের মধ্যে লাহইয়াহ এবং তার শিক্ষক দু’ জনই দুর্বল।

একটি হাদীসে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অন্য পথে সহবাস করে তাকে মহান আল্লাহ্ দয়ার দৃষ্টিতে দেখবেন না। (হাদীসটি সহীহ। মুসনাদ আহমাদ -২/২৭২/৭৬৭০) মুসনাদ আহমাদ এবং সুনানের মধ্যে বর্ণিত আছে যেঃ

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

‘যে ব্যক্তি ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে অথবা অন্য পথে সহবাস করে কিংবা যাদুকরের নিকট গমন করে এবং তাকে সত্যবাদী বলে মনে করে সে ঐ জিনিসকে অস্বীকার করলো যা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে।’ (হাদীসটি সহীহ। সুনান আবূ দাউদ-৪/১৫/৩৯০৪, জামি ‘তিরমিযী -১/২৪২/১৩৫, সুনান ইবনু মাজাহ-১/২০৯/৬৩৯, মুসনাদ আহমাদ -২/৪০৮, ৪৭৬, সুনান দারিমী-১/২৭৫/১১৩৬, সুনান বায়হাক্বী-৭/১৯৮) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) এই হাদীসকে দুর্বল বলেছেন।

জামি ‘ তিরমিযীর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, গুহ্যদ্বারে সহবাস করাকে আবূ সালামাহ (রাঃ) ও হারাম বলতেন। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেনঃ লোকদের স্ত্রীদের সাথে এই কাজ করা কুফরী। (সুনান নাসাঈ) এই অর্থের একটি মারফূ ‘ হাদীসও বর্ণিত আছে। কিন্তু হাদীসটির মাওকূফ হওয়াই অধিকতর সঠিক কথা। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, এই স্থানটি হারাম। ইবনু মাস ‘উদ (রহঃ) এই কথাই বলেন। ‘আলী (রাঃ) এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেনঃ সেই ব্যক্তি অত্যন্ত বর্বর। তুমি আল্লাহ্র কালাম শুনোনি? আল কুর’ আনের মধ্যে মহান আল্লাহ্ বলেনঃ যখন লুত (আঃ) -এর কাওমকে বলা হলোঃ

﴿اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ﴾

‘তোমরা কি এমন নির্লজ্জতার কাজ করছো যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বে কেউ কোনদিন করেনি?’ (৭নংসূরাহআলআ ‘রাফ, আয়াত-৮০) সুতরাং বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ থেকে এবং সাহাবায়ি কিরাম (রাঃ) থেকে বহু বর্ণনা ও সনদ দ্বারা এই কার্যের নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। অতএব এই কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাঃ) এই কাজকে অবৈধই বলেছেন।

যেমন আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুর রহমান দারিমী (রহঃ) তার মুসনাদ বর্ণনা করেছেন যে, সা 'ঈদ ইবনু ইয়াসার আবূ হুবাব (রহঃ) বলেছেনঃ আমি ইবনু 'উমার (রাঃ) -কে বললামঃ স্ত্রীদের পিছনদ্বারে গমন করার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি জানতে চাইলেনঃ তুমি কি বলতে চাচ্ছো? আমি বললামঃ গুহ্যদ্বারে সহবাস করি। তিনি বললেনঃ কোন মুসলিম কি এটা করতে পারে? (হাদীসটি সহীহ। তাফসীর তাবারী -৪/৪০৫/৪৩২৯, সুনান নাসাঈ -৫/৩১৫, ৩১৬/৮৯৭৯, ৮৯৭০, ফাতহুল বারী -৮/৩৮, সুনান দারিমী-১/২৭৭/১১৪৩) এ হাদীসটির ধারা বর্ণনায় সঠিকতা রয়েছে এবং ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে মহিলাদের গুহ্যদ্বারে সহবাস করার বিষয়টি পরিষ্কারভাবে নাকচ করা হয়েছে।

আবূ বাকর ইবনু যায়দ নিশাপুরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইসমা 'ঈল ইবনু রূহ (রহঃ) বলেন যে, তিনি মালিক ইবনু আনাস (রহঃ) -কে জিজ্ঞেস করেনঃ মহিলাদেরকে পিছন দিকে অর্থাৎ গুহ্যদ্বারে সহবাস করার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেনঃ সে কি আবার? যে জায়গা দিয়ে গর্ভ হয় তা ছাড়া অন্য স্থান দিয়ে কি সহবাস করা যায়? যেভাবে আদেশ করা হয়েছে সেভাবে স্ত্রী-অঙ্গ ব্যবহার করো। আমি তাকে বললামঃ 'জনাব! জনগণ তো এ কথাই বলে থাকে যে, আপনি কি এই কাজকে বৈধ বলেন।' তখন তিনি বলেন, 'তারা মিথ্যাবাদী। আমার ওপর তারা অপবাদ দিচ্ছে।' (ফাতহুল বারী -৮/৩৮,৩৯) সুতরাং ইমাম মালিক (রহঃ) , ইমাম শাফি 'ঈ (রহঃ) ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ) এবং তাদের সমস্ত ছাত্র ও সহচর যেমন সা 'ঈদ ইবনু মুসাইয়াব (রহঃ) , আবূ সালামাহ (রহঃ) , ইকরামাহ (রহঃ) তাউস (রহঃ) , 'আতা (রহঃ) সা 'ঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ) , উরওয়া ইবনু যুবাইর (রহঃ) , মুজাহিদ (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ সবাই এই কাজকে অবৈধ বলেছেন এবং এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ কাজকে কুফরী পর্যন্ত বলেছেন। এর অবৈধতার জামহূর 'উলামাগণেরও ইজমা রয়েছে। যদিও কতোগুলো লোক মাদীনার ফকীহগণ হতে এমন কি ইমাম মালিক (রহঃ) হতেও এর বৈধতা নকল করেছেন, কিন্তু এগুলো সঠিক নয়। 'আবদুর রহমান ইবনু কাসিম (রহঃ) বলেন কোনো ধমভীরু লোককে আমি এর অবৈধতা সম্বন্ধে সন্দেহ করতে দেখিনি। অতঃপর তিনি نساءكمحرثلكم পাঠ করে বলেন, স্বয়ং حرث অথর্াৎ ক্ষেত্র শব্দটিই এর অবৈধতা প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট। কেননা, অন্য জায়গা ক্ষেত্র নয় ক্ষেত্রে যাবার পদ্ধতির স্বাধীনতা রয়েছে বটে কিন্তু ক্ষেত্র পরিবর্তনের স্বাধীনতা নেই। ইমাম মালিক (রহঃ) হতে এটা বৈধ হওয়ার বর্ণনাসমূহ নকল করা হলেও সেগুলোর ইসনাদের মধ্যে অত্যন্ত দুবলতা রয়েছে। অনুরূপভাবে ইমাম শাফি 'ঈ (রহঃ) হতেও লোকেরা একটি বর্ণনা বানিয়ে নিয়েছেন। অথচ তিনি তার ছয়খানা গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় এটাকে হারাম লিখেছেন।

এরপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ وَقَدِّمُوا۟لِأَنفُسِكُمْ 'নিজেদের জন্যে তোমরা আগেই কিছু পাঠিয়ে দাও।' অর্থাৎ নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ হতে বিরত থাকো এবং সৎকার্যাবলী সম্পাদন করো, যেন সাওয়াব আগে চলে যায়। এরপর তিনি বলেনঃ ﴿وَاتَّقُوااللّٰهَوَاعْلَمُوْۤااَنَّكُمْمُّلٰقُوْهُ﴾ 'মহান আল্লাহ্কে ভয় করো এবং বিশ্বাস রেখো যে, তাঁর সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাৎ করতে হবে' এবং তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তোমাদের হিসাব নিবেন। ঈমানদারগণ সদা আনন্দিত থাকবে। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'ভাবার্থ এটাও হতে পারে যে, সহবাসের ইচ্ছা করলে 'বিসমিল্লাহ' বলবে। (তাফসীর তাবারী ৪/৪১৭/৪৩৫০) অন্যত্র তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার সময় নিম্নের দু 'আটি পাঠ করবেঃ

بِسْمِ اللهِ اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

‘মহান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। হে মহান আল্লাহ্‌! তুমি আমাদেরকে শায়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচাও এবং আমাদের যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তান থেকে রক্ষা করো।’ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ‘যদি এই সহবাস দ্বারা শুক্র ধরে যায় তাহলে শায়তান ঐ সন্তানের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।’ (সহীহুল বুখারী-১/২৯১/১৪১, ৯/১৩৬/৫১৬৫, সহীহ মুসলিম-২/১০৫৮/১১৯, ফাতহুল বারী ৯/১৩৬)

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১.স্ত্রীর পিছনদ্বার ব্যবহার হারাম।

২. সর্বদা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তা ‘আলাকে ভয় করা আবশ্যক।